তুলি-কলম

শিশুসাহিত্যের জাদুকর সুনির্মল বসু

অমিতাভ গঙ্গোপাধ্যায়

বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যের একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র সুনির্মল বসু। জন্ম বিহারের গিরিডি শহরে, বর্তমান ঝাড়খণ্ড রাজ্যের মকৎপুরে মামার বাড়িতে ১৯০২ সালে। পিতামহ গিরিশচন্দ্র বসু ছিলেন ঢাকা জেলার মালখাঁ নগরের নাম করা দারোগা। বড় বড় কুখ্যাত ডাকাতদের ধরে বহু সরকারি পুরস্কার পেয়েছিলেন তিনি। ডাকাত ধরার সেইসব রোমাঞ্চকর ঘটনা নিয়ে জনপ্রিয় সুখপাঠ্য রচনা 'সেকালের দারোগা কাহিনি'। পিতামহীও কবিতা লিখতেন। দাদামশাই মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা ছিলেন অভ্রব্যবসায়ী, রাজনৈতিক নেতা, দেশসেবক, বাগ্মী, বিপ্লবী, একাধিক পত্রিকার সম্পাদক এবং সাহিত্যিক। ব্রিটিশ সরকার তাঁকে নির্বাসনদণ্ড দিয়েছিল সুদূর ব্রহ্মদেশে। সেখানে তিনি ইমসিন কারাগারে নির্বাসিত থাকার সময় বন্দিজীবন নিয়ে চমৎকার একটি বই লেখেন—'নির্বাসন কাহিনী'। 'পাহাড়িয়া পাখি' ছদ্মনামে তিনি কবিতাও লিখতেন। বিপ্লবী বন্ধুদের জন্য তিনি সম্পাদনা করতেন 'নবশক্তি' পত্রিকা। সাহিত্যরসিকদের জন্য সম্পাদনা করতেন মাসিক পত্রিকা 'বিজয়া'। কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক প্রমুখ স্বনামধন্য কবিরা এই পত্রিকায় লিখতেন। এই সুবাদে মামার বাড়িতে অনেক পত্রপত্রিকা এবং বই পড়ার সহজ পরিবেশ পেয়েছিলেন সুনির্মল।

সুনির্মলের পিতা পশুপতি বসুঠাকুর প্রথম জীবনে গিরিডি অঞ্চলেই স্কুল শিক্ষক ছিলেন। পরে অভ্রব্যবসায়ে স্বাধীনভাবে নেমে বিত্ত ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। গিরিডির বারগন্ডা অঞ্চল সেকালে সম্ভ্রান্ত বাঙালিদের একটি স্বাস্থ্যকর বসবাসযোগ্য স্থান ছিল এবং বহু ব্রাহ্ম পরিবার সেখানে বসতি স্থাপন করেছিলেন। সুনির্মলের পিতৃদেব সেখানেই নিজগৃহে বাস করতেন। সুনির্মলের আত্মকাহিনিতে এই গিরিডি অঞ্চলের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। পশুপতি বসুঠাকুরের স্কুলের ছাত্র ছিলেন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অমল হোমের মতো আরও অনেকে। গিরিডিতে থাকতেই সুনির্মল কাছ থেকে দেখেছেন রবীন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রকিশোর, কুলদারঞ্জন, দিলীপকুমার রায়, দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নীলরতন সরকার এবং যোগীন্দ্রনাথ সরকারের মতো মানুষদের।

এইভাবে পিতৃকুল এবং মাতৃকুল দুদিক থেকেই সুনির্মল পেয়েছিলেন সাহিত্যের সুন্দর পরিমণ্ডল, যা থেকে সাহিত্যপ্রীতি এবং সৃজনশীলতা সঞ্চারিত হয়েছিল তাঁর মধ্যে। ছোটবেলা থেকেই ছন্দমিল

আর কবিতাচর্চায় সাবলীল ছিলেন সুনির্মল। কৈশোরে 'সুনির্মল শর্মা' ছদ্মনামে কবিতা লিখতেন। হাতে লেখা একাধিক পত্রিকা বার করেছেন—'অবকাশরঞ্জন,' 'অমৃত', 'আশা'। স্কুল থেকে বাংলার মাস্টারমশাই হিমাংশুবাবুর সম্পাদনায় হাতে লেখা পত্রিকায় লিখেছিলেন বিখ্যাত কবিতা—

ক্রিং ক্রিং ক্রিং ক্রিং সবে সরে যাও না—
চড়িতেছি সাইকেল দেখিতে কি পাও না?

সাহিত্যরচনাকেই জীবনের একমাত্র অবলম্বন এবং পেশা হিসেবে আঁকড়ে ধরেছিলেন সুনির্মল। প্রথম জীবনে ছবিও এঁকেছেন। অবনীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত 'ইন্ডিয়ান স্কুল অব ওরিয়েন্টাল আর্ট'-এ অঙ্কনশিক্ষার পাঠ নিয়েছিলেন। ম্যাট্রিক পাশ করার পর সুনির্মল সেন্ট পলস কলেজে পড়তে আসেন। তবে তাঁর কলেজজীবন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার পর তিনি অনেকের সঙ্গে ছাত্রজীবন ত্যাগ করেন। তাঁর প্রথম লেখা 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল নিতান্তই কিশোর বয়সে। পরবর্তী কালে বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যের বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে তিনি ছিলেন অন্যতম বিশিষ্ট সাহিত্যস্রষ্টা। তাঁর প্রথম লেখা কবিতার বই 'হাওয়ার দোলা' বের হয় ১৯২৭-এ। এরপর একের পর এক প্রকাশিত হয় প্রায় একশোর ওপর বই—ছানাবড়া, বেড়ে মজা, হৈচৈ, হুলুস্থূল, কথা শেষ, হাসির দেশে, পাততাড়ি, বীর শিকারি, কবিতা শেখা, আমার ছড়া, টুনটুনির গান, রঙিন দেশের রূপকথা, পাতার ভেঁপু, জানোয়ারের ছড়া ইত্যাদি। সম্পাদনা করেছেন একাধিক সংকলন, ছোটদের পাক্ষিক পত্রিকা 'কিশোর এশিয়া' ইত্যাদি। কবিতা, ছড়া, গল্প, উপন্যাস, নাটিকা, জীবনী, গানরচনা—প্রতিটি ক্ষেত্রেই অনন্য প্রতিভার পরিচয় রেখেছিলেন তিনি। তবু বলা যায় সুনির্মল বসুর আসল পরিচয়, তিনি এক প্রথম শ্রেণির কবি এবং উৎকৃষ্ট ছড়াকার।

সুনির্মলের সাহিত্যরচনাকালে ছোটদের এমন কোনও পত্রপত্রিকা ছিল না, যেখানে তাঁর কবিতা প্রকাশিত হয়নি। 'ল্যাং সাহেব' কবিতাটি পড়তে পড়তে আজও আবালবৃদ্ধবনিতার চোখ খুশিতে চিকমিক করে ওঠে :

বিখ্যাত বীর ল্যাং সাহেবের শিকারি নাই জুড়ি,
শিকার করে দিন রাত্রির বনজঙ্গল ঘুরি।

সেই ল্যাং সাহেব 'বন্-বরাহ সিংহ, বাঘের পিছে' নির্ভয়ে ঘুরত। একবার সারাদিন শিকার না পেয়ে ফেরার পথে ছোট্ট বাঁকের মুখে ভাল্লুকের সামনে পড়ে দুই পক্ষই কেমন ভয়ে কাবু হয়ে পড়েছিল সে-কাহিনি পড়ে আজও সকলে নির্মল আনন্দ লাভ করে। আলোর মৌচাক, শামিয়ানা, হাবুবীর, অবাক কাণ্ড, চন্দ্রভায়ার পদ্মাপার, বঙ্কু খুড়ো, আজগুবিপুর, মহিম-রহিম, বন্দেমাতরম্—তাঁর কোনও কবিতাই পুরনো হয়নি আজও। শুধু কি কবিতা? রূপকথার গল্পগুলিও অনবদ্য। বিধির বিধান, মোহনকুমার, ছুতোরের ছেলে, দুই রাজকুমার, বিড়াল রাজকন্যা, সওদাগরের ছেলে পড়তে পড়তে ফিরে যাই আমাদের শৈশব-কৈশোরের বেলাভূমিতে।

মহাপুরুষদের জীবনী নিয়ে রচিত সুনির্মল বসুর ছড়াগুলি শিশুদের মনে গভীর ছাপ ফেলে যায়। ক্ষুদিরাম বসু, প্রফুল্ল চাকী, যতীন মুখোপাধ্যায়, কানাইলাল দত্ত, সত্যেন বসু, বিনয় বসু প্রভৃতি ছড়াগুলি কিশোরদের মনে সাহস-উদ্দীপনা আনে ও আদর্শের বীজ বুনে দেয়। এদিক থেকে কবিতার স্রষ্টাকে সাধুবাদ জানাতেই হয়।

বাংলা মায়ের শ্যাম্‌লা ছেলে
কুষ্টিয়াতে ঘর,
বাঘের মতন 'বাঘা যতীন'
তেজ কী ভয়ঙ্কর!
যখন তাহার তরুণ বয়স
বাঘ শিকারে যায়,
বাঘের দফা করল রফা
একটি ছুরির ঘায়।

সেই হতে তার নামটি হল
'বাঘা-যতীন' ঠিক,
যেম্‌নি ছিল শক্তি দেহের
তেম্‌নি সে নির্ভীক।
সেই নির্ভীক ছেলে বিপ্লবী দলে যোগ দিলেন—
'বাঘা-যতীন' জুট্‌ল দলে,
করল মরণ-পণ,
বৃটিশ-শাসন ধ্বংস তরে
করবে এবার রণ।

গল্প বিদ্যাদিগ্‌গজ, যার কর্ম তারে সাজে, আজব প্রতিশোধ, শেয়াল কেন 'হুক্কা' 'হুক্কা' করে?, চোর ধরা, সত্যব্রতের মিথ্যা ব্রত, বাঘের গল্প, কিপ্‌টে বুড়ি, ইন্টি বিন্টির আসর, অজানা কুটুম, জন্মদিন, ফাঁকি, টিকি শের, ভেল্কিবাজী—সবই লেখার গুণে অতুলনীয়। 'কেবল হাসির দেশে' কবিতার বইখানি কবি ছোট্ট মেয়ে তারাসুন্দরীকে আশীর্বাদী ফুলের মতো স্পর্শ করে উপহার দিয়েছেন—

শ্রীরঙ্গলাল দাদার মেয়ে
ভাইঝি তারাসুন্দরী,—
আমার এ বই তোমার হাতে
দিলাম তুলে প্রীতির সাথে,
জানি হাসির মৌমাছিরা
উঠ্‌বে মনে গুঞ্জরি।
'কেবল-হাসির-দেশে' যদি
থাক্‌তে পারো নিরবধি,—
জীবন তোমার সরস হবে
এই হাসিরই গুণ ধরি।

কবির এ-আশীর্বাদ ছোট্ট তারাসুন্দরীর মাধ্যমে সব শিশুর মাথায় আশীর্বাদ হয়ে ঝরে পড়েছে।

সে-হাসির দেশে কোথাও দুঃখ নেই—
পশুপাখি সবাই হাসে,
হাসে মানুষ যত,
সকল প্রাণী দুঃখ ভুলে
হাসছে অবিরত।

সত্যিই যদি শিশুরা বই পড়ে হাসতে হাসতে বড় হয়—তাহলে একদিন নির্মল সমাজ গড়ে উঠবে।

সুনির্মল বসুর 'রামায়ণে নেই' কবিতায় রাবণরাজা 'তানপুরাটি বাগিয়ে ধরে' 'তেড়ে' গান ধরেছেন। তাতে লঙ্কাপুরী কেঁপে উঠেছে, রাক্ষসেরা লাফ দিয়ে পালিয়ে গেছে, ধূম্রবর্ণ কুম্ভকর্ণ গভীর ঘুমে চমকে উঠে খাট থেকে মাটিতে পড়ে গেছেন। সূর্পনখা 'নাকি-সুরে' বলেছে 'থামো দাদা'। সর্বোপরি ভাগ্নের গলায় ''রে রে মামা গাধা'' শুনে বেজায় চটে গিয়ে রাবণরাজার মামা তাঁর পিঠে 'ধাঁই-ধপাধপ মারতে থাকে'। এই জন্য

সুর ছেড়ে তাই অসুর হলেন জব্দ হয়ে মনে,
এসব কথা কেউ জানে না, নাইক রামায়ণে।

এসব কবিতা পড়লে মুহূর্তে মন ভাল হয়ে যায়।

হাসি শুধু হাসি নয়। সুনির্মলের লেখনীতে হাসির মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায় সমাজের রূপটি। 'চিড়িয়াখানায় যাবে?' কবিতায় কবি কত সহজে মানবরূপী পশুদের রূপটি অঙ্কন করে সমাজের নিখুঁত ছবি এঁকেছেন—

চিড়িয়াখাড়া দেখতে যাবে
পয়সা খরচ করে?...
জন্তু যদি দেখবে দাদা,
চুপটি করে থাকো,
লোকালয়ের মধ্যে পাবে,
একটু নজর রাখো।
হেথায় আছে টাকার কুমীর,
আছে নিরেট গাধা,
পদ-লেহী কুকুর আছে,
খুঁজলে পাবে দাদা।
কেউটে আছে, ছোবল্ দিতে
সদাই তারা রত,
পাঁঠা, ছাগল, দামড়া, ম্যাড়া
দেখবে ইতস্ততঃ।...
লঙ্কা কত পায়রা আছে

বিলাসিতায় ভরা।
আরো কত জন্তু আছে
বল্‌তে কি আর পারি?
স্বার্থে যদি আঘাত লাগে
জানবে স্বরূপ তারি।
সবাই আছে মুখোস পরে—
একটু নজর রাখো,
কষ্ট করে চিড়িয়াখানায়
যেতেই হবে নাকো।

আর আছে বিদ্রূপ। আধুনিকতার নামে ঐতিহ্যের নিজস্বতাকে মেয়েরা কীভাবে জলাঞ্জলি দিয়েছে তার নিখুঁত ছবি কবি এঁকেছেন আপন স্বকীয়তায় 'অনিতার ইতিহাস' কবিতায় :

আমাদের অনিতা সে হয়ে গেল 'এ্যানিটি'—
হেলে দুলে পথ চলে, হাতে ব্যাগ ভ্যানিটি।...
মুখে মাখে রং আর ভুরু আঁকে তুলিতে।
বব্ করা চুলগুলি ঝুলে থাকে ঘাড়ে যে,
কৃত্রিম সুরে কথা বলে বারে বারে যে।...
মেপে মেপে হাসে আর মেপে মেপে কাশে সে,
অতি আধুনিকা হতে বড় ভালোবাসে সে।

এ-হেন 'ময়ূর-পেখম-ধরা দাঁড়কাকরূপী' অতি আধুনিকার স্নো-পাউডার যখন বৃষ্টির ধারায় সম্পূর্ণ ধুয়ে গেল, তখন,

ধুয়ে মুছে 'এ্যানিটি' যে হোলো ফের অনিতা।

অনন্য সাহিত্যসৃষ্টির জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সুনির্মল বসুকে ভুবনেশ্বরী পদক দিয়ে সম্মানিত করে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার শিশুসাহিত্যে বিদ্যাসাগর পুরস্কার প্রবর্তন করলে প্রথম বছর তাঁকেই মরণোত্তর পুরস্কার দেওয়া হয়। ১৯৪৯ সালে দিল্লিতে আয়োজিত প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের শিশুসাহিত্য শাখায় সভাপতিত্ব করেছিলেন সুনির্মল। সমকালীন সাহিত্যসমাজে এই নিরভিমান, প্রিয়ভাষী, আলাপচারী মানুষটি ছিলেন ছোট-বড় সকলেরই অতি প্রিয়, কাছের মানুষ।

ছোটদের জন্য সুনির্মল লিখেছিলেন ছড়ার ছবি (৩) এবং ছড়ার ছবি (৪)। ১৯৫১ সালে প্রকাশিত এই শিশুপাঠ্যগ্রন্থ প্রভূত জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। পরে তিনি রচনা করেছিলেন ছড়ার ছবিতে অ-আ-ক-খ। এই শিশুচিত্তজয়ী গ্রন্থগুলি প্রকাশ করেছিলেন বিশিষ্ট প্রকাশনা সংস্থা শিশুসাহিত্য সংসদ। এখান থেকেই ১৯৫৩ সালে তাঁর 'আমার ছড়া' প্রকাশিত হয়। এ-প্রসঙ্গে শিশুসাহিত্য সংসদ-এর কর্ণধার মহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন : ''একদিন সুনির্মলবাবুকে বললাম, এত কবিতা লেখেন, ছড়া লেখেন না কেন? খুব উৎসাহিত হলেন। একরাশ ছড়া এনে আমার কাছে উপস্থিত করে বললেন, 'এই নিন, কত ছড়া চান।' সেই ছড়া থেকে বাছাই করে ছবি আঁকিয়ে বের হল সুনির্মল বসুর 'আমার ছড়া' ১৯৫৩ সালের আগস্ট মাসে।'' এছাড়াও এই স্বনামধন্য শিশুসাহিত্যিক লিখেছিলেন 'ছড়া ছবিতে জানোয়ার' এবং 'ছড়া ছবিতে পাখি'।

জনপ্রিয় দেব সাহিত্য কুটীরের বিভিন্ন পুজোসংখ্যায় অসংখ্য মনকাড়া গল্প, কবিতা ও ছড়া লিখেছিলেন এই বিশিষ্ট কবি। তাঁর অনুপম ছন্দের জাদুতে দুলিয়ে দেওয়া এইসব কবিতা কিংবা ছড়ায় সার্থকভাবে সংযোজিত হয়েছিল বিখ্যাত অঙ্কনশিল্পী মিস্টার লসন উডের চমৎকার সব রঙিন ছবি। এ যেন দুই সার্থক শিল্পীর অসামান্য যুগলবন্দি। এছাড়াও নিজের কিছু কিছু বইয়ের অলংকরণ এবং প্রচ্ছদ সুনির্মল নিজেই করেছিলেন। সেই সময়কার গিরিডির শান্ত মনোরম পরিবেশ এবং নিসর্গ প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য সুনির্মলের শিল্পিমনে স্থায়ী প্রভাব ফেলেছিল। ফলশ্রুতিস্বরূপ উশ্রী নদী, খাণ্ডলি পাহাড়, শালবন এবং আঁকাবাঁকা নির্জন পথরেখা তাঁর কবিতা এবং ছড়ায় চিরস্থায়ী হয়ে আছে।

অভিনয়দক্ষতারও পরিচয় রেখেছিলেন সুনির্মল। রবীন্দ্রনাথের বিসর্জন নাটকে নক্ষত্র রায়

এবং ডাকঘর নাটকে কবিরাজের ভূমিকায় অভিনয় করে তিনি প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। কবিতা এবং ছড়ায় ছন্দপ্রয়োগের ক্ষেত্রে বিরল দক্ষতা অর্জন করেছিলেন এই বরণীয় সাহিত্যিক। ছোটদের মন শৈশব থেকেই ছন্দের দোলায় দুলিয়ে দিতে চেয়ে তিনি লিখে গেছেন 'ছন্দ ঝুমঝুমি', 'ছন্দের গোপন কথা', 'ছন্দের টুংটাং' ও 'ছোটদের কবিতা শেখা।'

সুনির্মল বসুর গ্রন্থসংখ্যা শতাধিক। এর মধ্যে কবিতার বইয়ের সংখ্যা সর্বাধিক। কবিতা লেখাতেই তার সৃষ্টির আনন্দ ছিল সবচেয়ে বেশি। তাই তাঁকে অনেকেই স্বভাবকবি বলেছেন। তাঁর কবিতাগ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখ করা যেতে পারে 'মনের মতো বই', 'কবিতা চয়ন', 'কবিতা মঞ্জরী', 'আমার ছড়া' প্রভৃতি গ্রন্থ। 'মনের মতো বই'-তে সুনির্মল ডাক দিয়েছেন তাঁর ছোট্ট পড়ুয়াদের :

মনের মতো বই পেয়েছি
আর কে আমায় পায় রে
পড়ব আমি গড়গড়িয়ে
শুনবি তোরা আয় রে।

তাঁর অসাধারণ ছন্দসমৃদ্ধ কয়েকটি জনপ্রিয় লেখার উল্লেখ করা যেতে পারে। 'ভাগলপুরের ছাগল' ছড়ায় তিনি বলেছেন :

ভাগলপুরের ছাগল হঠাৎ
পাগল হয়ে যায়
শিঙ বাগিয়ে লাগায় তাড়া
সামনে যারে পায়।
কাঁকুড়গাছির ঠাকুরদাদা
আনছে কিনে ডিমের গাদা,
এমন সময় ছাগল তেড়ে
গুঁতিয়ে দিল তায়।
ঠাকুরদাদা গড়িয়ে পড়ে
ডিমগুলো সব ছড়িয়ে পড়ে
ডিমের রসে ঠাকুরদাদায়
চেনাই হল দায়।

আবার 'রঘুবীর বেহারা' কবিতায় রঘুবীরের চেহারার বর্ণনা :

জমিদার বাবুদের রঘুবীর বেহারা
ননী ক্ষীর খেয়ে খেয়ে ফিরে গেল চেহারা।
ক্রমে-ক্রমে একেবারে জালা হোলো ভুঁড়ি তার
গলা বুক একাকার, নাহি তার জুড়িদার।
বড় পথ ছাড়া আর নাহি পারে চলিতে
ভুঁড়ি যায় আটকিয়ে যেতে ছোট গলিতে।

তালপাত সিং-এর বীরবিক্রম প্রকাশ পায়—

আলবাত বীর বটে
তালপাত সিং
লিকপিকে চেহারাটি
রোগা টিং টিং।
তেড়ে গিয়ে মাঠটায়
ঘুসি আর গাঁট্টায়
চেপটিয়ে ফেলে এক
গঙ্গাফড়িং।

জীবনরসিক, প্রকৃতিসচেতন কবি 'সবার আমি ছাত্র' কবিতায় লেখেন :

আকাশ আমায় শিক্ষা দিল
উদার হতে ভাই রে
কর্মী হবার মন্ত্র আমি
বায়ুর কাছে পাইরে।
পাহাড় শেখায় তাহার সমান
হই যেন ভাই মৌন মহান,
খোলা মাঠের উপদেশে
দিলখোলা হই তাইরে।

শিশু-কিশোরদের মনোজয়ী অসংখ্য গল্পগ্রন্থ রচনা করেছিলেন এই বিশিষ্ট সাহিত্যিক। রূপকথার গল্প রচনায় তাঁর নৈপুণ্য এবং দক্ষতা ছিল সংশয়াতীত। উল্লেখ করা যায় তাঁর রূপকথার গ্রন্থ : 'মন ছোটে মোর তেপান্তরে', 'নিঝুমপুরের স্বপনকথা', 'অপরূপ কথা', 'রঙিন দেশের রূপকথা' প্রভৃতি।

তাঁর অ্যাডভেঞ্চারমূলক গল্পগ্রন্থের মধ্যে উল্লেখ করা যায় ‘মরণের ডাক’, ‘কেউটের ছোবল’, ‘মরণের মুখে’, ‘মরণফাঁদ’ প্রভৃতি গ্রন্থ। নাটক লিখেছিলেন ‘আনন্দনাড়ু’, ‘বুদ্ধুভুতুম’ প্রভৃতি। সুনির্মল বসু একটি উপভোগ্য কিশোর উপন্যাসও রচনা করেছিলেন—‘অসম্ভব দুনিয়ায়’। এমনকী শিশুদের বর্ণপরিচয় এবং ভাষাশিক্ষার প্রাথমিক শিশু-সাহিত্যও এই বরণীয় সাহিত্যস্রষ্টার হাতে উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। সুনির্মল বসুর আর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্মরণীয় গ্রন্থ, আত্মস্মৃতিমূলক রচনা ‘জীবনখাতার কয়েক পাতা’। ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানির কর্ণধার প্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক এই তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থটি প্রকাশ করেছিলেন।

সুনির্মল বসু

হাসির ছড়া যেমন, তেমনি হাসির গল্প লেখাতেও সুনির্মলের বিশেষ দক্ষতা ছিল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য তাঁর অতীব জনপ্রিয় গল্প ‘কীর্তিপদ-র কীর্তি’। গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল শিশুসাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত উৎসব সংকলন ‘আহরণী’-তে। বঙ্গেশ্বরবাবু দেশের জমিজমা বিক্রি করে, সেই টাকায় দৈনিক কাগজ বার করেছেন ‘ডিঞ্জিম’। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সে-কাগজের বাজারে কোনও চাহিদা নেই। অগত্যা দূর সম্পর্কের মামাতো ভাই, পত্রিকার সহকারী সম্পাদক, কীর্তিপদবাবুর শরণাপন্ন হলেন বঙ্গেশ্বরবাবু। কীর্তিপদ-র বিচিত্র উদ্ভাবনী ক্ষমতায় পরদিন ডিঞ্জিম কাগজে বেরোল বিচিত্র সব সংবাদ। ফলে হু-হু করে কাগজের বিক্রি বেড়ে গেল। একটু উল্লেখ করা যেতে পারে—মহাত্মা গান্ধীর পঞ্চাশ ঘণ্টা ব্যাপী হেদুয়ায় সন্তরণ, ক্যালকাটা গ্রাউন্ডে রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ ক্রীড়ানৈপুণ্য, স্টার রঙ্গমঞ্চে চাণক্যের ভূমিকায় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, গোপালগঞ্জের মহারানির পূর্বে দাড়ি ছিল কি না ইত্যাদি। ফলে কাগজের বিক্রি অসম্ভব বেড়ে গেল। একদিন প্রেসের গোলমালের কথা স্বীকার করে ক্ষমাপ্রার্থনা। কিন্তু কাগজের বিক্রি বেড়েই চলল। এ-গল্পের তুলনা কোথায়!

কবির হাতে আঁকা ছবি

কবি ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। অসামান্য ছিল আঁকার হাতও। বাংলা ভাষায় প্রথম অ্যানিমেশন ফিল্ম ‘মিচকে পটাশ’-এর গল্পের সঙ্গে সঙ্গে অসাধারণ চিত্রনাট্যটিও তাঁরই রচনা।

১৯৫৭ সালে নির্মল মনের মানুষটি পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। রেখে যান আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের জন্য খুশিতে মাখা খানিক আনন্দঘন মুহূর্ত কাটানোর দুর্লভ সব গ্রন্থ, যা কোনও কালেই পুরনো হওয়ার নয়।